দারসুল জিহাদ (শিট নং ৫)

ما حكم الجهاد ؟

জিহাদের হুকুম কী ?

জিহাদ ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ একটি ফরজ। এর অস্বীকারকারী কাফের, অবজ্ঞাকারী মুনাফেক আর অলসতাকারী ফাসেক। এ সম্পর্কীয় দলীলগুলো ধারাবাহিকভাবে নিম্নে উপস্থাপন করা হল :-

প্রথম দলীল

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ [٢:٢١٦]

তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটা বিষয় পছন্দসই নয়, অথচ তা তোমাদের জন্য কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয়, অথচ তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুতঃ আল্লাহই জানেন, তোমরা জান না। [১]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ *'তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে'* বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। যেমনিভাবে সওমের ব্যাপারে كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ *'তোমাদের উপর সিয়াম ফরজ করা হয়েছে'* বাক্যটি ব্যবহার করেছেন। দুঃখের বিষয় হল, এই আয়াত দ্বারা সিয়াম ফরজ হওয়ার ব্যাপারে কারো দ্বিমত নেই। কিন্তু একই ধরনের বাক্য দিয়ে কিতাল (যুদ্ধ) ফরজ হওয়ার ব্যাপারে আপত্তি রয়েছে। এর কারণ কী ?

এর কারণটি আল্লাহ তা'আলা নিজেই وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ *'অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়'* বলে স্পষ্ট করে দিয়েছেন। এই বাক্যটি ঐসকল লোকদের সম্বোধন করে বলা হয়েছে; যারা সব সময় যুদ্ধ ফরজ হওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজেদের জান-মাল বিক্রয় করে দিয়েছিলেন। শাহাদাতের তামান্নাই ছিল যাদের সবচেয়ে বড় চাওয়া-পাওয়া। যাদের সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলা নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন, *'আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট'*।

যাদের ব্যাপারে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেছেন, *'সর্বোত্তম যুগ আমার যুগ'*। সেই সকল লোকদেরকেই উদ্দেশ্য করে আল্লাহ তা'আলা বললেন, 'وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ *'অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়'*। তাহলে প্রায় সারে চৌদ্দশত বছর পরে যারা ঈমানের দিক থেকে দুর্বল, কোরআন-সুন্নাহর ইলম থেকে অজ্ঞ, কাফের-মুশরিকদের সাথে আপোষ করে চলা যাতের মূলনীতি, নিজেদের গদি আর দলীয় পদ এবং সন্তান ও সম্পদের মায়া যাদের কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয়, তারা তো জিহাদকে অপছন্দ করবেই। মূলত, যাদের মনের মধ্যে মুনাফেকীর রোগ আছে; তারাই কেবলমাত্র জিহাদ ফরজ হওয়ার বিধানকে অস্বীকার করে। যারা সত্যিকার মুমিন, তারা আল্লাহর নির্দেশ মেনে *'শুনলাম ও মানলাম'* বলে সব সময় জিহাদের জন্য প্রস্তুত থাকবে।

---

[১] সূরা বাকারা ২১৬ ।

দ্বিতীয় দলীল

জিহাদ ফরজ হওয়ার ব্যাপারে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর হাদীস,

عليكم بالجهاد في سبيل الله؛ فإنه باب من أبواب الجنة، يذهب الله به الهم والغم.

আল্লাহর পথে জিহাদ করা তোমাদের জন্য আবশ্যক। নিশ্চয়ই তা জান্নাতের দরজাসমূহের একটি বিশেষ দরজা। এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তোমাদের চিন্তা ও দুঃখ দূর করে দিবেন। [২]

তৃতীয় দলীল

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن ابن عمر؛ أن رسول الله ﷺ قال, أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك؛ عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام؛ وحسابهم على الله.

ইবনে উমর রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে; তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার; যতক্ষণ পর্যন্ত না তারা সাক্ষ্য দেয় যে, আল্লাহ ছাড়া ইলাহ হওয়ার যোগ্য কেউ নেই এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন আল্লাহর রাসূল। সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং যাকাত দেয়, যদি তারা তা করে তবে তাদের রক্ত ও সম্পদ আমার থেকে নিরাপদ। তবে ইসলামের অন্য কোন বিধানের কারণে যদি তাদের রক্তপাতের আদেশ আসে, তাহলে তা ভিন্ন। আর তাদের প্রকৃত হিসাবের দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলার নিকট। [৩]

চতুর্থ দলীল

হাদীসে ইরশাদ হয়েছে,

عن أنس؛ أن النبي ﷺ قال "جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم"

আনাস রাযি. থেকে বর্ণিত; রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, তোমরা মুশরিকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো; তোমাদের সম্পদ, জান ও জবান দ্বারা। [৪]

---

[২] সনদ হাসান, ইবনে হিব্বান, হাকিম, বায়হাকী, দারেমী, আহমাদ, তাবরানী, হাকিম ও ইমাম যাহাবী বলেন, হাদীসের সনদ সহীহ, আল্লামা হাইছামী বলেন, আহমাদ ও অন্যান্যের একটি সনদ নির্ভরযোগ্য, শায়খ আলবানী বলেন, হাদীসের সনদ হাসান, এবং বর্ণাকারী সকলেই নির্ভরযোগ্য।

[৩] বুখারী ২৫, ৩৮৫, ১৩৩৫, ২৭৮৬, ৬৫২৬, ৬৮৫৫, মুসলিম ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, তিরমিযি ৩৩৪১, নাসাঈ ২৪৪৩, ৩০৯০, ৩০৯১-৩০৯৫, আবু দাউদ ১৫৫৮, ২৬৪২, ২৬৪৬, ২৬৪৪, ২৬০৭, ২৬০৮, ইবনে মাজাহ ৭১, ৭২, ৩৯২৭-২৯ ।

[৪] আবু দাউদ ২৫০৬, নাসয়ী: ৩০৯৬, আহমাদ ১২২৬৮, ইবনে হিব্বান ৪৭০৮, হাকিম ২৪২৭, আবু ইয়ালা ৩৮৭৫. দারেমী ২৪৩১, বায়হাকী ১৭৫৭৬, হাকিম এটিকে মুসলিমের শর্তে সহীহ বলেছেন।

পঞ্চম দলীল

এ প্রসঙ্গে কোরআনের আয়াত।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٩:٥]

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে মুশরিকদের হত্যা কর; যেখানে তাদের পাও। তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [৫]

ষষ্ঠ দলীল

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছে,

قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّىٰ يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَن يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ [٩:٢٩]

তোমরা যুদ্ধ কর আহলে-কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রসূল যা হারাম করে দিয়েছেন; তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। [৬]

সপ্তম দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَثْخَنتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۚ ذَٰلِكَ [٤٧:٤]

অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দানে মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর; তখন তাদেরকে শক্ত করে বেধে ফেল। অতঃপর, হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর; না হয় তাদের নিকট হতে মুক্তিপণ লও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে! একথা শুনলে। [৭]

---

[৫]। সূরা তাওবা ৫ ।

[৬]। সূরা তাওবা ২৯ ।

[৭]। সূরা মুহাম্মাদ ৪ ।

অষ্টম দলীল

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ۚ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ ۖ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ [٦٦:٩]

হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। [৮]

নবম দলীল

কোরআনে ইরশাদ হয়েছে,

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ ۚ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ عَسَى اللَّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلًا [٤:٨٤]

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন, আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন! আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। [৯]

দশম দলীল

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ۚ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ [٨:٣٩]

আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক; যতক্ষণ না ফিতনা নির্মূল হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। [১০]

একাদশ দলীল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ [٩:١٢٣]

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকটবর্তী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রাখ, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। [১১]

---

[৮] । তাহরীম ৯ ।

[৯] । নিসা ৮৪ ।

[১০] । আনফাল ৩৯ ।

[১১] । তাওবা ১২৩ ।

দ্বাদশ দলীল

فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ۚ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا [٤:٧٤]

সুতরাং যারা আখিরাতের বিনিময়ে দুনিয়ার জীবন বিক্রয় করতে চায়, তারা যেন আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করে। আর যে আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করবে; সে নহিত হোক কিংবা বিজয়ী, অচিরেই আমি তাকে দেব মহা পুরস্কার। [১২]

ত্রয়োদশ দলীল

একই সূরার অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

الَّذِينَ آمَنُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ وَالَّذِينَ كَفَرُوا يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ الطَّاغُوتِ فَقَاتِلُوا أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ ۖ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا [٤:٧٦]

সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক; শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে, (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল। [১৩]

চতুর্দশ দলীল

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ۚ إِن يَكُن مِّنكُمْ عِشْرُونَ صَابِرُونَ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ ۚ وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ يَغْلِبُوا أَلْفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ [٨:٦٥]

হে নবী! আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি থাকে, তবে জয়ী হবে দুশ'র মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ' লোক, তবে জয়ী হবে হাজার কাফেরের উপর থেকে। তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। [১৪]

পঞ্চদশ দলীল

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ [٩:٤١]

তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জিহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে। এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। [১৫]

---

[১২]। নিসা ৭৪ ।

[১৩]। নিসা ৭৬ ।

[১৪]। আনফাল ৬৫ ।

[১৫]। তাওবা ৪১ ।

ষষ্ঠদশ দলীল

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ۚ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الْآخِرَةِ ۚ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا قَلِيلٌ [٩:٣٨] إِلَّا تَنفِرُوا يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ [٩:٣٩]

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হবার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর। তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। যদি বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ববিষয়ে শক্তিমান। [১৬]

সপ্তদশ দলীল

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ نَصِيرًا [٤:٧٥]

আর তোমাদের কি হল যে, তেমারা আল্লাহর রাহে লড়াই করছ না; দুর্বল সেই পুরুষ, নারী ও শিশুদের পক্ষে যারা বলে, হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদিগকে এই জনপদ থেকে নিষ্কৃতি দান কর। এখানকার অধিবাসীরা যে, অত্যাচারী! আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য পক্ষালম্বনকারী নির্ধারণ করে দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য সাহায্যকারী নির্ধারণ করে দাও। [১৭]

অষ্টদশ দলীল

আগের সূরার অন্য আয়াতে ইরশাদ হয়েছে,

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [٩:١٦]

তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি; যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন, তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর, সে বিষয়ে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। [১৮]

---

[১৬] । তাওবা ৩৮-৩৯ ।

[১৭] । নিসা ৭৫ ।

[১৮] । তাওবা ১৬ ।

উনিশতম দলীল

أَمْ حَسِبْتُمْ أَن تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنكُمْ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ [٣:١٤٢]

তোমাদের কি ধারণা, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে? অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি; তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল। [১৯]

বিশতম দলীল

فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ ۚ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ [٩:٥]

অতঃপর নিষিদ্ধ মাস অতিবাহিত হলে, মুশরিকদের হত্যা কর যেখানে তাদের পাও। তাদের বন্দী কর এবং অবরোধ কর। আর প্রত্যেক ঘাঁটিতে তাদের সন্ধানে ওঁৎ পেতে বসে থাক। কিন্তু যদি তারা তওবা করে, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, তবে তাদের পথ ছেড়ে দাও। নিশ্চয় আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [২০]

উপরোক্ত আয়াত এবং হাদীসসমূহ দ্বারা সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত হল যে, আল্লাহর রাস্তয় জিহাদ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ ফরজ। যে মুমিন আল্লাহর প্রতি, তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর প্রতি নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান রাখে, তার পক্ষে কোনক্রমেই জিহাদ ফরজ হওয়াকে অস্বীকার করা সম্ভব নয়।

---

[১৯] আলে ইমরান ১৪২ ।

[২০] তাওবা ৫ ।